সূচি

প্রকাশকের কথা ৭

আমার মাকে কেন বিশ্বসুন্দরী করা হয় না? ৯

আমি ‘লেডি’ নই ১৫

চট্টগ্রামের পর্দানশীন বোনেরা ২৩

নট ফর সেল ২৯

ওজন বিড়ম্বনা ৩৩

বিজ্ঞাপন ৩৯

“অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মার উন্নয়ন কাজ চলিতেছে” ৪৩

সভ্য না বর্বর? ৪৭

প্রত্যাবর্তন ৫৩

আত্মপরিচয় ৫৭

আমার জীবনে বইমেলা ৬৩

ভালো শাশুড়িদের গল্প ৬৭

IIUC ফিমেল ক্যাম্পাস ৭৩

‘আমি’ময় পৃথিবী ৭৯

একটি উত্তম বৃক্ষ ৮৩

বুদ্ধিমান বোকা ৮৯

সব ক’টা জানালা খুলে দাওনা ৯৩

আমার মাকে কেন বিশ্বসুন্দরী করা হয় না?

আমার বয়স তখন দশ বা এগারো। আবুধাবীতে হুলুস্থুল শোরগোল পড়ে গেল। প্রথমবারের মতো টেলিভিশনে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা সম্প্রচারিত হবে। আমি বুঝি না কিছুই। কিন্তু সবাই লাফায় তাই আমিও লাফাতে লাগলাম। বাসায় গিয়ে বাবাকে বললাম, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা দেখব। টিভির অনেক অনুষ্ঠান দেখার ব্যাপারেই আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিছু অনুষ্ঠান বাবা রেকর্ড করে সেন্সর করে দেখতে দিতেন। কিন্তু এটা বন্ধুবান্ধবের কাছে মানসম্মানের প্রশ্ন। জেদ ধরলাম দেখতে দিতেই হবে।

জেদ ধরলাম বটে, কিন্তু এটা যে আসলে কীসের প্রতিযোগিতা সে ব্যাপারে তো আমি কিছুই জানি না। অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে বাবাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা আসলে কীসের প্রতিযোগিতা?'

বাবা বললেন, 'এই প্রতিযোগিতা হলো সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাদের নির্বাচন করে এখানে নিয়ে আসা হয়, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দর তা নির্ধারণ করার জন্য।'

আমি বসে রইলাম দেখার জন্য। না, জানি এবার স্বর্গের অপ্সরিদের মর্ত্যেই দেখতে পাব!

কড়া মিউজিক আর বর্ণাঢ্য আলোকমালার ঝলকানির মধ্য দিয়ে শুরু হলো সুন্দরী প্রতিযোগিতা। প্রথমেই সব সুন্দরীদের জড়ো করা হলো স্টেজে। তাদের দেখে আমি প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। বাংলাদেশের গলি

ঘুপচিতেও এদের চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। আমার মাকে দেখেই তো দেশ-বিদেশের সবাই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করত, জিজ্ঞেস করত মা'র বিবাহযোগ্যা বোন আছে কি না। বাবাকে বললাম, 'এদের চাইতে মা'কে বিশ্বসুন্দরী করা হলেই তো ভালো হতো!'

বাবা হো হো করে হাসতে লাগলেন, 'তুমি কি চাও তোমার আম্মু এভাবে সবার সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করুক, আর কিছু অপরিচিত লোক তার সৌন্দর্য নাম্বার দিয়ে বিচার করুক?'

তাই তো! ব্যাপারটা তো এভাবে ভাবা হয়নি কখনো! পরে বুঝেছি এই বিশ্বসুন্দরী নির্বাচন কত বড় প্রতারণা। প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার মা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা এবং তার বাবা সবচেয়ে হ্যান্ডসাম পুরুষ; তা তারা দেখতে যেমনই হোন না কেন। কোনো শিশুকে কি বলতে শুনেছেন, 'আমার বাবা সুন্দর না, আমি এখন থেকে টম ক্রুজকে বাবা ডাকব' বা 'আমার মা সুন্দরী নন, আমি এখন থেকে ঐশ্বর্য রাইকে মা ডাকব?' তাহলে কীসের ভিত্তিতে একজন মানুষকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ হিসেবে নির্বাচন করা সম্ভব; যেখানে পৃথিবীর সব মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুভূতিগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি? বিবেচনায় আনা হয়নি তাদের গুণাবলিও। তাহলে এমন একটি অসাড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করার অর্থ কী?

একসময় বুঝতে পারলাম এটি মূলত নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে নারীকে ব্যবসার উপকরণে রূপান্তরিত করার একটি আধুনিক ও মোক্ষম উপায়। আদিকালে লোকালয় থেকে মেয়েদের অপহরণ করে পুরুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য নানান দেহজ পেশায় বাধ্য করা হতো; কখনো কখনো অভাব বা অসহায়ত্ব তাদের এসব পেশায় ঠেলে দিত। কিন্তু এখন আমরা জাঁকজমক করে সর্বস্তরের মেয়েদের স্বেচ্ছায়, সর্বসমক্ষে এবং বাবা-মা'র আশীর্বাদসহকারে এই জাতীয় নোংরা পেশায় যোগ দেওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করি। তারা 'ব্যবসায়' নামার আগেই নিজেদের অ্যাডভার্টাইজ করার মতো একটি প্ল্যাটফর্ম পায়, বিখ্যাত হবার সুযোগ পায়। আর লোকজনও তাদের ছি ছি করে না, বরং বাহবা দেয়।

আমি ‘লেডি’ নই

টাইটানিক মুভিটা আমার ভাইরা আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে দেখিয়েছিল, অনেক ভাগে বিভক্ত করে। একবার প্রথম ভাগ, একবার শেষভাগ, আরেকবার মধ্যভাগ। আমার রুচিতেই মনে হয় কিছু একটা সমস্যা আছে। আমার কোনো ভাগই ভালো লাগলো না! আমি মনে হয় আসলেই একটু অদ্ভুত! অনেক মুভির শেষ এক মিনিট দেখেও আমি অনুপ্রাণিত হই, আবার অনেক মুভির পুরোটা দেখেও আমার সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু মনে হয় না।

এই টাইটানিক মুভিতে একটা অংশ ছিল যেখানে একটি মেয়েকে তার মা শেখাচ্ছিল—কী করে একজন ‘লেডি’র মতো আচরণ করতে হয়। পোশাক থেকে শুরু করে কথাবার্তা ও আচরণে একটা নিখুঁত মেকিভাব সৃষ্টি করতে পারাটাই হলো ‘লেডি’ হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই দৃশ্য দেখে নায়িকা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। কেন যেন এই এক জায়গায় এসে নায়িকার অনুভূতিগুলোর বহিঃপ্রকাশ আমার সাথে সম্পূর্ণ মিলে গেল। মানলাম, অনেক সময় সামাজিক প্রয়োজনে আমাদের অনেক ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু তার তো একটা মাত্রা আছে। একটা মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তা-ই করবে যা অন্যরা তার কাছে আশা করবে, একটি মুহূর্তের জন্যও সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারবে না, মনের মতো হাসতে পারবে না, কাঁদতে পারবে না- এটা কি একটা জীবন হতে পারে?

নাটকে সিনেমায় বইয়ের পাতায় যেসব আদর্শ মেয়েদের ছবি উঠে আসে তারা সারাক্ষণ প্রজাপতির মতো নেচে গেয়ে হাসিমুখে সেবা দিয়ে যায়। তাদের কোনো দুঃখ তারা কাউকে বুঝতে দেয় না, রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করে না, শতকথায় রা করে না। আমি কখনো তাদের মতো হতে চাইনি। হওয়া সম্ভব বা উচিত বলে আমার কখনো মনে হয়নি। একটা মানুষ যেমন অন্যের সেবা করবে ঠিক সেভাবে সেবা পাওয়ার অধিকারও তার থাকতে হবে। কখনো সে ক্লান্ত হবে, কখনো তার মন খারাপ হবে, কখনো সে রাগ করবে, চেঁচামেচি করবে। আমরা যদি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেই 'nobody is perfect' তবে তাকে কেন নিখুঁত হতে হবে? মেয়ে বলে সে মন খারাপ করতে পারবে না? মন খারাপ করার দোষে তাকে 'আঁধারমুখো' বা 'বদমেজাজি' না বলে কেউ কি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে পারে না, 'মন খারাপ কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে'? সবসময় রাগ চেপে রেখে নিজেই কষ্ট পেতে হবে কেন? কখনো কখনো কি সে রাগ প্রকাশ করলে তাকে 'মাথাগরম' বা 'বদরাগি' খেতাব না দিয়ে ভয় পাওয়ার অভিনয় করে বলা যায় না, 'ঠিক আছে বাপু, তোমার চা বানানোর দরকার নেই, আমিই বানিয়ে নিচ্ছি!?' কেন তার প্রতি অন্যায় করা হলে সে বলতে পারবে না, 'তোমরা আমার প্রতি অন্যায় করছ?' কেন সে কোনো ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে না? যার ওপর সবার অধিকার আছে, তার কি কারও ওপর কোনো অধিকার নেই?

খুব সাধারণ সব ব্যাপারে মেয়েদের খুঁত ধরা হয়। 'মেয়েদের খেতে এত সময় লাগলে হয়? তুমি এত আস্তে খাও বলেই তো তুমি ঠিকমত খেতে পারো না, বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে যায়। মহিলারা কি করে এত আস্তে আস্তে খায়?' কেন? একজন পুরুষের জন্য যদি বাসায় একটা কাজও না করে খাবার টেবিলে গল্প করে করে এক ঘণ্টা ধরে বিপুল পরিমাণে খাওয়াটা দোষ না হয়, তাহলে একজন মহিলা সারাদিন রান্নাবাড়া করে, ঘরের কাজ বাইরের কাজ বাচ্চা সামলে তাকে জন্তু জানোয়ারের মতো হাপুস হুপুস করে খেতে হবে কেন? কেন সে স্বস্তিমতো খাওয়ার সময়টুকুও নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবে না? বিয়ে হলেই মেয়েদের কাছে আশা করা হয় সে তার চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলবে, অথচ একজন পুরুষ শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেলেও তার জন্য তা-ই রান্না করা চাই যা সে নিজের বাড়িতে খায়।

চট্টগ্রামের পর্দানশীন বোনেরা

আমাদের দেশে প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে, সিলেট এবং চট্টগ্রামের লোকজন অপেক্ষাকৃত ধার্মিক হয়ে থাকে। হয়তো যারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন তাঁদের অনেকের ঘাঁটি এসব অঞ্চলে ছিল বিধায় এ অঞ্চলের লোকজন ধর্মের ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়ে থাকবে বলে আশা করেই এ ধরনের ধারণা করা হয়ে থাকে। এই অনুমান কতটা সঠিক কতটা বেঠিক সে হিসেবে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। চট্টগ্রাম আমার জন্মস্থান এবং জীবনের একটা অংশ এখানে কাটিয়েছি আমি। সে হিসেবে আমার বোনদের মধ্যে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান পালন সংক্রান্ত যেসব ভুল ধারণা দেখেছি সেটা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করতে চাই।

কেউ যদি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে আমার ভুল ধরিয়ে দেন তাকে আমার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয়। কেননা তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে আমাকে আমার একটি ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছেন। বোনেরা, আমি নিজেও আপনাদের একজন। তাই আপনারা আমার কথায় আহত না হয়ে যদি বোঝার চেষ্টা করেন, তবে আমরা উভয়েই উপকৃত হব।

আমি খুব একটা ইসলামিক পরিবারে জন্মাইনি। এখনো শিখছি। তবে ইসলামের দিকে এগোতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, ইসলামের মৌলিক নিয়মগুলোর মধ্যে যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয় তা হলো পর্দা। আমরা অনেকেই জানি না যে নামাজ বা রোজার মতো পর্দাও

পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ফরজ। অনেক মানুষ এখনো মনে করে পর্দা একটি অপশনাল ব্যাপার এবং এটি শুধু নারীদের জন্য প্রযোজ্য। অনেকের ধারণা পর্দা মানে শুধু একপ্রস্থ কাপড়। কিন্তু পর্দা মানে যে আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সৌন্দর্যের প্রদর্শন পর্যন্ত সবকিছুতে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা সেটা যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছি সেদিন থেকে আমি একে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। সুকুমার রায়ের কবিতায় ''নিয়মছাড়া হিসাবহীন'' বাক্যাংশটি পড়তে যত ভালো লাগে, আসলে কিন্তু অনিয়মের মধ্যে তেমন ভালো কিছু পাবার নেই।

আমি ফাকীহ (ইসলামি আইনজ্ঞ) নই। সুতরাং পর্দাসংক্রান্ত ফিক্‌হের আলোচনায় যাবো না। আমি সহজ ভাষায় যতটুকু বুঝি, পর্দা বলতে বোঝানো হয়েছে এমন পোশাক যা শরীরের রঙ এবং আকৃতিকে ঢেকে রাখে এবং এমন আচরণ যা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে মানুষকে নিরাপদ রাখে। নারীদের আল্লাহ সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তাদের চুল থেকে নখ পর্যন্ত সবই আকর্ষণীয়। বিশ্বাস না হলে যেকোনো ভাষায় যেকোনো কবির প্রেমের কবিতা পড়ুন। তাই আল্লাহ তাদের শুধু মুখ এবং হাত ছাড়া বাকি সবটুকুই ঢেকে নিজেদের কেবল তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে বলেছেন যারা অবিসংবাদিতভাবে মেয়েটির ভালো চায় বা অন্তত ক্ষতি চায় না। পুরুষদের যেহেতু আল্লাহ ভারী কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাদের এমন আহামরি কোনো সৌন্দর্য দেননি; সুতরাং তাদের জন্য শারীরিক পর্দার পরিধিও অনেক কম করে দিয়েছেন। আচরণের দিক থেকে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ কম বিধায় তাদের জন্য পর্দা অনেক বেশি কঠোর করে দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টি থেকে শুরু করে বাড়িতে প্রবেশ পর্যন্ত সর্বত্র তাদের সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। এদিক থেকে মেয়েদের কোমল স্বরে অপ্রয়োজনীয় গল্প-গুজব থেকে বিরত থাকা ছাড়া আর তেমন কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। কথাবার্তা কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অনিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে কী কী হয় তা নিয়েই পৃথিবীর তাবৎ নাটক, সিনেমা, উপন্যাস রচনা করা হয়। আর সেগুলো পড়ে পাঠক চোখের জল ফেলেন; যাকে এই বেদনার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয় তার কথা তো বাদই দিলাম।

নট ফর সেল

আমার ক্যানাডিয়ান নওমুসলিমা ছাত্রী আয়শা, বয়স ১৯, পরির মতো সুন্দরী; আমার কাছে আরবি পড়া শেখার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনে নেয়।

ওর সাথে পরিচয় এই রমাদানে। সেদিন ইফতার পার্টি ছিল, রাতে কিয়ামুল লাইল। ইফতারের পর আমরা পাশাপাশি নামাজে দাঁড়ালাম। সামনে, পেছনে, পাশে এত মহিলা এবং বাচ্চারা গিজগিজ করছে যে, নামাজে মনোযোগ ধরে রাখা যুদ্ধসম কঠিন ব্যাপার। লক্ষ্য করলাম এর মাঝেই সে একমনে স্রষ্টার সাথে বাক্যালাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ময়দানে সে যেন একাই দাঁড়িয়ে! জানতে পারলাম পাঁচ ওয়াক্তের পাশাপাশি সে এমন অনেক নফল সলাত আদায় করে যার নামও অনেক জন্মগত মুসলিমের অজানা।

ইসলামের প্রতি ওর আগ্রহ আমাকে চমৎকৃত করল। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র দুবছর। কিন্তু সে তার ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক; ফলে সে এর সবটুকুই পালন করতে আগ্রহী এবং যত্নশীল। দেখলাম সে এর মাঝেই ভারী সুন্দর বোরকা এবং স্কার্ফের কালেকশন করে নিয়েছে। ওর পোশাক-আশাক থেকে সবকিছুতে রুচিশীলতার ছাপ রয়েছে। তবে এর সবটুকুই ইসলামের দৃষ্টিতে যতটুকু গ্রহণযোগ্য সে বিবেচনা মাথায় রেখে। যেমন, ক্যানাডায় নেইল পলিশ ছাড়া কোনো স্টাইলিশ মেয়ের দেখা পাওয়া

অস্বাভাবিক, কিন্তু ওর হাতে-পায়ে কোথাও নেইল পলিশ নেই। স্কার্ফ বা ওড়না যখন যা-ই পরে একটি চুলও কোনোদিন বেরিয়ে থাকতে দেখিনি।

রাতে কুর'আনের আলোচনার সময় বাংলায় আলোচনা হওয়ায় বেচারি বুঝতে পারছিল না। আমি তখন ওর আগ্রহ দেখে কিছু অংশ মুখে এবং কিছু অংশ লিখে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। সে কৃতজ্ঞচিত্তে সব শুষে নিতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে সঠিকভবে বুঝে নিল। যখন আলোচনাশেষে নামাজ শুরু হবে, সে এসে আমাকে বলল, "আমি কি আপনার পাশে দাঁড়াতে পারি? তাহলে আমি আপনাকে দেখে আমার postureগুলো ঠিক হচ্ছে কি না যাচাই করে নিতে পারব।" আমি তো হতবাক! অনেক সময় অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশেষ করে রুকু এবং সিজদায় postureএর ভুলের ব্যাপারে বলতে গিয়ে তাদের বিরাগভাজন হয়েছি। আর সে কিনা বলে নামাজ সঠিকভাবে পড়ার জন্য posture ঝালাই করে নেবে! ওর আগ্রহ আবারও আমাকে চমৎকৃত করল।

এর পর থেকে কুর'আনের ওয়েবলিঙ্ক নেওয়া থেকে শুরু করে ভ্রূ তোলার মাসআলা পর্যন্ত নানান বিষয়ে ওর সাথে আলাপ হয়েছে। ভালো লেগেছে যে, সে কোনো বিষয়ে জানার সাথে সাথে তা গ্রহণ করেছে, কুতর্কের আশ্রয় নেয়নি। অথচ এতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সকল হুকুম আহকাম আঁকড়ে ধরার আগ্রহ অনেক ইসলাম জানা মানুষের মাঝেও দেখা যায় না!

কদিন আগে নতুন করে ওর ইসলামের বোধ এবং অনুভূতির পরিচয় পেয়ে আবারও মুগ্ধ হলাম। ক্যানাডার একটি বৃহৎ ফ্যাশন হাউজ একটি ফ্যাশন শোর আয়োজন করছে। এক পর্বে সমাপ্য শোটিতে মডেলিং করার জন্য ওকে ৪০,০০০ ক্যানাডিয়ান ডলার অফার করা হয়। সে সরাসরি না করে দেয় এই বলে, "আমার ধর্ম আমাকে নিজেকে পুঁজি করার অনুমতি দেয় না।" শুনে এত ভালো লাগল! মনে হলো এই মেয়েটি খানিকটা দেরিতে ইসলামকে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু সেই তো পেয়েছে এর আসল স্বাদ! দোকানে, লাইব্রেরিতে, মসজিদে ওর মতো এমন আরও অনেক নওমুসলিমা বোনকে দেখে আনন্দিত হই, আশা জাগে আগামী দিনে ইসলামের সম্ভাবনাময়

ওজন বিড়ম্বনা

কদিন ধরেই হাফিজ সাহেব আমাকে ক্ষেপাচ্ছেন। কে যেন ওনাকে বলেছে, 'হাফিজ ভাই, আপনার বউটা বেশি শুকনা, একদম বেশি, বেএএএএএএশি শুকনা!'

সমস্ত দোষ সেই দীঘলদেহী ক্ষীণকায় ভদ্রলোকের, যিনি কয়েকশ' বছর আগে পৃথিবীর এত এত জায়গা থাকতে মাতৃভূমি ইরাক ছেড়ে এসে পৌঁছেছিলেন এই সুগোল, সুডৌল, সুস্বাস্থ্যবান মানুষের দেশে। যখন তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য একটি সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন ছাড়া তেমন খারাপ কিছু ছিল না। কিন্তু অন্যায়টা করে বসলেন যখন তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিড়ম্বনার কথা না ভেবে এই দেশেই বিয়েশাদি করে শেকড় গেঁড়ে বসলেন। এই বিড়ম্বনা হতে মুক্তির উপায়ের অন্বেষণে আমার প্রয়াত চতুর্থ চাচা পটিয়ায় সংরক্ষিত বংশতালিকা নিয়ে গবেষণায় বসেছিলেন। তবে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন যে, সেই ভদ্রলোক নিজে 'চিকন কাজী' হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তী বংশধরদের জিন এর ভেতর দিয়ে তাঁর এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

পিতামাতা উভয় দিক থেকে এই ভদ্রলোকের বংশধর হবার কারণে উক্ত বৈশিষ্ট্য আমার মাঝে প্রকটিত হয়। তাহলে এখানে আমার কী দোষ থাকতে পারে?

আমি জন্মেছিলাম অত্যন্ত ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে। জীবনে ওই একসময়ই আমার সুস্বাস্থ্যের গৌরবগাঁথা রচনা করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তখনো লিখতে শিখিনি, 'অ্যাঁ অ্যাঁ' ছাড়া বোধগম্য কিছু বলতেও পারতাম না। আফসোস! যতদিনে মোটামুটি বলতে, পড়তে, লিখতে পারার উপযোগী হয়েছি ততদিনে বড় দাদাজান আমার ওপর ভর করে বসেছেন। এই অবস্থা প্রথম টের পাই ডেমরা গিয়ে। ওখানে এককালে বাপজানের জমি ছিল। চাষি না হয়েও চাষাবাদের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে কেনা। তা একবার বাবা আমাকে নিয়ে ডেমরা গেলেন জমি দেখতে। তখন আমার বয়স সাত বা আট। ওখানে পৌঁছে কাকে যেন খুঁজতে গেলেন বাবা। আমাকে বলে গেলেন ছাতাটা নিয়ে দাঁড়াতে। চারপাশে ধানক্ষেত। বাতাস বইছে হু হু করে। পুরো শরীর বাঁকা হয়ে যাচ্ছে বাতাসে। মনে হলো উড়ে গিয়ে জমির মধ্যখানে পড়ব। ছাতার ডাণ্ডাটা মাটিতে গেঁড়ে প্রাণপণে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সত্যি সত্যি যদি উড়ে গিয়ে জমিতে পড়ি, এই ভয়ে!

আমার বয়স যখন দশ এগারো, তখন ইথিয়োপিয়াতে চরম দুর্ভিক্ষ চলছে। প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুসহ অসংখ্য লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। বাহরাইনের বান্ধবী সারা উইকহাম অক্সফামের নিলামে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহের জন্য স্ট্যাম্প সংগ্রহ করছে। আমি ওর বিশিষ্ট সহযোগী। আবুধাবী বসে শত শত স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে প্রসেস করে পাঠাই ওকে। এই পরিস্থিতিতে একদিন এক দাওয়াতে বরাবরের মতোই আমি খাওয়াদাওয়া নিয়ে বাবার সাথে ঝামেলা করছি, একজন আমাকে দেখে মন্তব্য করে বসল, 'কিরে ভাই, আপনার মেয়েকে দেখে তো মনে হচ্ছে ইথিয়োপিয়া থেকে এনেছেন!' ব্যাস, আমার নাম হয়ে গেল 'ইথিয়োপিয়া'! দুর্ভিক্ষ শেষ হলো একসময়, কিন্তু নাম আর পিছু ছাড়ে না।

ক্লাস নাইনে আমাদের ক্লাসে এক নতুন বান্ধবী এল, নাম শায়লা। ক্লাসে সবাই ওকে ক্ষেপাতাম ওর সুস্বাস্থ্যের জন্য। একদিন বিকেলে শায়লা আমাকে ফোন করল, 'শোনো, আজ অনেক লোকজন বাইরে যাচ্ছে। তবে তুমি কিন্তু যেও না। গেলে আমাকে খবর দিও, আমিও তোমার সাথে যাব।'

বললাম, 'কী সুন্দর বাতাস আজকে! জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাগরপাড়ে অনেক লোকজন হাওয়া খেতে আসছে। আমরাও একটু পর

বিজ্ঞাপন

অ্যাডভার্টাইজমেন্ট—ছোটবেলায় চার সিলেবলের এই শব্দটা উচ্চারণ করতে বেশ বেগ পেতে হতো। আজকাল দেখি বাচ্চারা অনেক চালাক, এত্ত লম্বা করে না বলে স্রেফ 'অ্যাড' বলে চালিয়ে দেয়। এর বাংলা 'বিজ্ঞাপন' (Big+জ্ঞাপন) শব্দটাও ওরকমই বাগাড়ম্বরপূর্ণ। এতে 'জ্ঞাপন' করার মতো সারবস্তু যা থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে 'বিগ' কথাবার্তা। প্রমাণ চাই?

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, আবুধাবিতে থাকি। টিভিতে একখানা বাসনমাজা সাবানের কেরামতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তেলচিটচিটে হাড়ির ভেতর এক ফোঁটা সাবান 'টিং' করে দিতেই সব তেল আপনিই সরে যেতে লাগল, স্পঞ্জ হাড়ির ভেতর একবার চারপাশে ঘুরিয়ে নিতেই সব তেল অদৃশ্য, পানির নীচে হাড়ি ধরতেই ঝকঝকে পরিষ্কার। বাবাকে বললাম, 'তাহলে আমরা হাড়ি ধুতে এত কষ্ট করি কেন? ঘষতে ঘষতে হাতের চামড়া উঠে যায় অথচ দাগ ওঠে না, স্পঞ্জ ক্ষয়ে যায় অথচ তেলের কিচ্ছু হয় না!' বাবা পরদিন ওই সাবান কিনে নিয়ে এলেন। আমিও বিজ্ঞাপনের মতো ডিম ভাজার ফ্রায়িং প্যানটা নিয়ে তাতে 'টিং' করে এক ফোঁটা সাবান দিলাম, কই কিছুই হলো না! বাবা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখে হাসেন; বলেন, 'তুমি কি ভেবেছ সব বিজ্ঞাপনের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে? আরও কয়েক ফোঁটা সাবান দাও।' ভ্রূ কুঁচকে বললাম, 'কিন্তু বিজ্ঞাপনে তো শুধু এক ফোঁটাই দেয়, আর সব কেমন ফকফকা হয়ে যায়!'